শিক্ষা ও উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে তবলিগ জামাত

গত ক'দিন আগে তবলিগ (প্রচার, ধর্মপ্রচার) জামাতের দুই পর্বের বাৎসরিক ইজতেমা শেষ হয়ে গেল। হাজার হাজার খোদাভীরু মুসল্লি এতে প্রতিবছর অংশ নেন। অনেক বছর আগে থেকেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের একটা অংশের বৃহৎ সমাবেশ এভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দলমত নির্বিশেষে অনেক কষ্ট করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উবাদত-বন্দেগি করার জন্য মুসলমানরা এখানে সমবেত হয়। বিভিন্ন দেশ থেকেও তবলিগের জামাত ইজতেমার মাঠে আসে। ইজতেমা অর্থই সম্মেলন বা বহুলোকের সমাবেশ। আমাদের দেশের অনেকেই ইজতেমা শব্দের সাথে পরিচিত কিন্তু ইজতেমা শব্দের প্রকৃত অর্থের সাথে পরিচিত নন। আমরা জানি ইজতেমার মাঠে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বয়ান (বক্তব্য বা ধর্মীয় আলোচনা) হয়। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। সে বয়ান কতটা দুনিয়ার কর্মজীবন, কর্মাচার ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে, তা আমার জানা নেই। শেষের দিনে যে মুনাজাত হয় তাকে আমরা আখেরি (শেষ বা অন্তিম) মুনাজাত বলে বুঝি। আমাদের দেশের, বিশেষ করে ঢাকা শহরের প্রচুর লোকজন আখেরি মুনাজাত ধরার জন্য অনেক সময় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আখেরি মুনাজাতের দোয়া তাদের বড় প্রয়োজন। ইহকালের সমস্ত কাজকে ফেলে রেখে আমরা খোদার রাস্তায় মনোনিবেশ করি। মোনাজাতকে ঘিরে অনেক কল্যাণ প্রাপ্তির সুবিধা খুঁজি। দুনিয়ার গোমরাহির পথকে পিছে ফেলে অন্তত একদিনে পরকালের নাজাত (মুক্তি, নিষ্কৃতি) পাওয়ার চেষ্টা করি। ইসলামের দৃষ্টিতে এ মোনাজাতের ফায়দা (সুফল, লাভ, উপকার) পাওয়ার আনুষ্ঠানিকতা কতটুকু কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজেকর্মে ধর্মের প্রায়োগিকতা কতটুকু তা আমাদের সম্মানীত তবলিগি আলেমগণ (অতিশয় বিজ্ঞ এবং জ্ঞানীরা) ভালো জানেন। আবার অনেকেই প্রথম দিন থেকেই অনেক কষ্ট স্বীকার করে পুরো বয়ান শোনেন এবং জামাতে নামাজ আদায় করেন। আমার অনেক পরিচিতজন জুম্মার দিন ভোরে পৌঁছে ফজরের নামাজে শরিক হন। সারাদিন মাঠে থাকেন, নামাজ আদায় করেন, বয়ান শোনেন। রাতে এশার নামাজ শেষে বাড়িতে ফেরেন। এভাবে খোদার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এরও পরলৌকিক প্রাপ্তি নিশ্চয় অনেক বলে আমরা গণ্য করি। এ নিয়ে অনেকের অনেক সমালোচনা থাকলেও মুখ ফুটে কেউ কিছু বলেন না। ধমীয় বিষয় বলেই হয়তো কিছু বলেন না। আমরা আল্লাহর নিয়ম-কানুন মোতাবেক সারা বছর কর্ম কতটুকু করি তা বিবেচনা না করে শুধু বছরের ঐ একদিন দোয়া অর্জন এবং নিজের ও মুসলিম উম্মাহর মাগফিরাতের (ক্ষমা, নিস্কৃতি) জন্য ইজতেমার মাঠের দিকে ছুটি। আমাদের কালিমামাখা কাজের ও চিন্তা-চেতনার জন্য বয়ান ও মুনাজাতের মাধ্যমে কতটুকু ক্ষমা অর্জন করি, তা জগৎবিধাতাই ভালো জানেন। তবু আমরা ক্ষমা অর্জন করেছি ভেবে সান্ত্বনা ও তৃপ্তি অনুভব করি। এটাইবা কম কিসের!

আমার দেখা চোখে অনেক উচ্চশিক্ষিত পেশাজীবী খোদাভীরু লোক তবলিগ জামাতের মাধ্যমে ধর্ম পালন করেন। মানুষকে তবলিগ জামাতে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান। তাদের বয়ান শুনলেই বোঝা যায়, তারা উচ্চশিক্ষিত, উচ্চ-পেশাজীবী। তাদের অনেকেই পেশাগত দায়িত্ব পালনে যত্নবান, সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ। তাদের সাথে অনেকেই আছেন, লেখাপড়া তেমন একটা জানেন না, কুরআন পড়তে পারেন। কিছু মাসআলা-মাসায়েল, দোয়া শিখে মাসের পর মাস তবলিগ জামাতের সাথে ঘোরেন। নামাজ রোজা ও তবলিগ জামাতের সাথে থেকেই পরকালে জান্নাতের আশা করেন। আমার বড্ড জানার ইচ্ছে, উচ্চশিক্ষিত ভাইয়েরা তাদের সঙ্গী-সাথীদের 'দীন-প্রচারে' দীর্ঘদিন ধরে দীনের কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন? তাদেরকে দীনের কী শিক্ষা দেন? দুনিয়ার কোন কোন কাজকে দীনের কাজ বলে গণ্য করেন? আমার জানা মতে, তবলিগ জামাতে দীনের আনুষ্ঠানিকতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অথচ দীন একটা

'জীবন-বিধান'। দুনিয়ার জীবনকর্মকে বাদ দিয়ে ইসলামের 'জীবন-বিধান' নয়। 'জীবন-বিধান' মোতাবেক চিন্তা করলে ও কাজ করলে পরকালে মুক্তি পাওয়া যায়। সোজাসাপটা কথা হলো, পরকালে দুনিয়ায় করা কাজের হিসাব হবে। এই কাজ মানে শুধু নামাজ-রোজা নয়, জীবনযাপন, রুজি-রোজগার ও দুনিয়াদারির কর্ম। এগুলো বলতে শিক্ষাদীক্ষা অর্থাৎ সার্বিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন; সন্তান প্রতিপালন ও তাদের সুশিক্ষা; সৎ পেশা ও সৎ উপার্জন; ভালো কাজে সম্পদ ব্যয়; প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন; দুনিয়াকে মানুষের বসবাসযোগ্য করার জন্য অবদান রাখাসহ সমাজকল্যাণকর সকল কাজকেই বোঝায়। দুনিয়ার জীবনে প্রতিটা কাজেকর্মে, চিন্তা-ভাবনায় এ বিধান প্রয়োগ করলে সুষ্ঠু-সুন্দর জীবন গড়ে ওঠে; সমাজজীবন শান্তিতে ভরে যায়। পরিবেশ সুনিশ্চিত হয়। বিধিসম্মত প্রতিটা কাজই ইবাদতে রূপ নেয়। মানুষ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তবলিগ জামাত মুসলমানদের একটি সুগঠিত, স্বেচ্ছাসেবী, সুশৃঙ্খল একটা অংশ যারা দীনের কাজে নিজের সময় ও অর্থ ব্যয় করে থাকেন। যদিও তারা 'দীন' বলতে কী বোঝেন তা আমার জানা নেই। তাছাড়া আমার পরিচিত অনেক শিক্ষিত তবলিগি ভাইকেও প্রশ্নটা করেছি, তারাও পূর্ণাঙ্গ কোনো ধরণা দিতে পারেন না। অনেকেই তাদের 'মুরব্বি'দের নির্দেশনা মতো তবলিগ জামাতে দল বেঁধে চলেন। মুরব্বিদের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। নিজে অনেক কিছুই বিচার-বিশ্লেষণ করেন না।

এভাবে তবলিগ জামাতের অসংখ্য ধর্মভীরু মুসলমান দেশ-বিদেশে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ধর্মপ্রচারের কাজে মন দিয়েছে। তাদের অনেকেই আমার ঘনিষ্ঠ, আমার শ্রদ্ধেয়। তাদের হাত ধরে দেশ-বিদেশের বহু অমুসলিম প্রতিনিয়ত মুসলমান হচ্ছে শুনি। সমাজের অনেকে তাদের পথ অনুসরণ করে নামাজ-রোজা, হজ-জাকাত ও তসবিহ-তিলাওয়াতের কাজে রত হয়ে পরকালের পথে নিজেকে সঁপে দিচ্ছে। আনুষ্ঠানিক ইবাদতের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু এদের অধিকাংশই সৃষ্টির উদ্দেশ্য- শিক্ষা, জীবন-জীবিকা-কর্ম, সমাজগঠনকে উপেক্ষা করে চলেছে। এদের অনেকেরই চিন্তা-চেতনা ও কর্ম গোঁড়ামিতে ভরা, একদেশদর্শী। প্রতিপালকের সৃষ্টিকর্ম, দুনিয়াদারি, সৃষ্টির সেবা, জীবনকর্ম, মানবকল্যাণ ও পেশাকে অলীক-অসার ভেবে একেবারে মূল্যহীন-নিষ্কর্ম করে ছেড়েছে। যুগ যুগ ধরে তারা সমাজে সুশিক্ষা, ন্যায়নিষ্ঠা, হতদরিদ্র মানুষের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, আর্ত-মানবতার সেবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষিত সমাজগঠন, ন্যায়-কাজের আদেশ ও সত্য কতটুকু প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, এসব কথা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক। তাদের সুশিক্ষিত অংশ এসব বিষয় ভেবে দেখতে পারেন। আমার বিশ্বাস, এগুলোও দীনের কাজ, 'দীনের খেদমত' ও 'হক্কুল ইবাদ'- পরকালের পাথেয়। এগুলোকে বাদ দিলে ধর্ম থাকে না। সমাজেও শান্তি থাকে না। যদিও ইসলাম শান্তির ধর্ম। তবলিগি ভাইদের দুনিয়াবিমুখ অংশ ও সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক সুশিক্ষা, ন্যায়কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো, দুঃস্থ সহায়তা ও দরিদ্র-মানবতার সেবার জন্য 'শিক্ষা-সেবা সমাজের' একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আনতে পারলে সমাজ নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়, সুশিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে। একই সাথে তাদের পরকালের মুক্তিও মেলে। এ বিষয়ে আমি তবলিগ জামাতের শিক্ষিত অংশের কাছে আবেদন জানাতে চাই; তাদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। তাদের কাজের আওতাকে মানুষের কল্যাণে সম্প্রসারিত করতে বলি।

আমি এমন তবলিগ জামাত চাই, যে জামাত তাদের বর্তমান কাজের পাশাপাশি সমাজের অদূরদর্শী, আত্মবিনাশী, পথহারা খণ্ডিত শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম ও অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় ফিরিয়ে আনবে। ব্যবসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড ও ইউনিফায়েড শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলবে।

ইহকালের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অর্থের সদ্ব্যবহার, সুশিক্ষা, কর্ম, পেশাগত দায়িত্ব পালনও ধর্ম ও ইবাদতের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, মানুষকে তা বোঝাবে। প্রতিটা মানুষেরই ধর্ম ছাড়াও সমাজে আলাদা একটা মর্যাদাশীল পেশা থাকতে হবে, তা বোঝাবে। এই মর্যাদাশীল পেশাও যে ধর্ম-কর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা বোঝাবে। সামাজিক সুশিক্ষা ও 'মানুষের খেদমত' যে আসলে একটা মানবসেবা, যার জন্য পরকালে তারা মুক্তি পাবে, তা শেখাবে। তাদের মধ্যকার গোঁড়ামি, অকর্মণ্যতা দূর করবে। পুরো জনগোষ্ঠীকে ছোট ছোট নিয়ন্ত্রণযোগ্য অংশে ভাগ করে শিক্ষা, শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সুশিক্ষিত, সুপ্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করবে। আর্ত-মানবতা ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াবে। আর্থিক সেবা দেবে। নিঃস্বার্থভাবে সাধারণ মানুষকে সুশিক্ষার দিকে ডাকবে, প্রয়োজনে অনানুষ্ঠানিক সুশিক্ষা দেবে। সমাজের সকল জনহিতকর কাজ সাধ্যমতো করবে। সম্পদশালী মানুষ অকাতরে মানুষের কল্যাণে সম্পদ দান ও ব্যয় করবে। দেশে মানুষের মতো মানুষের বসবাস বাড়াবে। এসবই কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা যা ধর্মপালনের মূল কাজ; এসব থেকে ক্রমশই আমরা বাদ পড়ে যাচ্ছি। আমরা ক্রমান্বয়ে আত্মকেন্দ্রিক, আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব ধর্মচারী হয়ে উঠছি। সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত 'জীবন-বিধান' উপেক্ষিত হচ্ছে। আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছি। সবই বাস্তবতা। অথচ কোনো ধর্মই তা চায় না। আমরা ধর্মব্যবস্থাকে, ধর্মাচারকে জীবনের কাজে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে পরিকল্পিতভাবে ও সফলভাবে ব্যবহার করতে পারছি না। যদিও সমাজের এসব কাজও প্রতিটা ধর্মচারী ও তবলিগি ভাইদের জন্য সদাকায়ে জারিয়া হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার এ চাওয়া নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি কিছু নয়। বিষয়টা আত্মজিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে বর্তমান অস্থির-দিশাহারা সমাজ আলোর দিশা পায়, সামাজিক শিক্ষা বাড়ে, জাতীয় উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়।

(২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।